প্রবাসে চাকরি সমস্যা - ৫

আরিফুর রহমান খাদেম

বর্তমান যুগে ইন্টারভিউ স্টেজে আসাটাকে অনেকেই এক ধরণের লাক বা ভাগ্য বলে চালিয়ে নেয়। যেহেতু চাকরির তুলনায় প্রার্থীর সংখ্য অনেক বেশি, তাদের কথায় কিছুটা হলেও যুক্তি আছে। এমন এক সময় ছিল যখন একটি জবের বিপরীতে মাত্র বিশ থেকে ত্রিশটি আবেদনপত্র জমা পড়ত। কিন্তু এখন জনসংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি এবং অর্থনৈতিক মন্দার ফলে একটি কাজের জন্য তিনশত থেকে পাঁচশ বা তার অধিক আবেনপত্র জমা পড়ে। ফলে এমপ্লয়ারের সবগুলো আবেদনপত্রের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রার্থী নির্বাচন অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই যেকোনো যোগ্য প্রার্থীর উচিত হতাশ না হয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও আস্থার সাথে যত সম্ভব জবের জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়া।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ইন্টারভিউ স্টেজে আসাটা অনেকটাই ফুটবল ওয়ার্ডকাপের সেমিফাইনালে উত্তির্ণ হওয়ার মত, যেখানে মাত্র তিন থেকে পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে চুড়ান্ত প্রতিযোগিতা হয়। এ আসরে ইন্টারভিউয়ার/ইন্টারভিউ প্যানেল সাধারণত সব প্রার্থীকে সমমর্যাদায় দেখেন। ইন্টারভিউর জন্য অবশ্যই কমপক্ষে ১ থেকে দেড় ঘন্টা সময় হাতে নিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট আগে এসে পৌঁছা উচিৎ। যদি ইন্টারভিউর আগে বা পরে কোনো লিখিত বা কম্পিউটারাইজড পরীক্ষায় বসতে হয় তাহলে অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করতে হবে। পরিস্কার পরিধেয়র পাশাপাশি মানানসই ড্রেস কোড ম্যান্টেন করতে হবে। সাথে থাকতে হবে রুচিশীল টাই। আমি আমাদের সাব-কন্টিনেন্টের এমনও কিছু প্রার্থীকে দেখেছি যারা ইন্টারভিউর দিন ময়লা ও পুরনো টাইয়ের সাথে সাদা কেড্স পড়ে ইন্টারভিউতে গিয়েছে। ইন্টারভিউর শুরুতে ও শেষে ইন্টারভিউ প্যানেল এ বিষয়গুলো বেশ মার্ক করেন। প্রার্থীর অবশ্যই একই প্যান্টের কালারের স্যুটও পড়া উচিত।

এখন সরাসরি ইন্টারভিউর কথায় আসা যাক। যে প্রার্থী বায়োডাটায় প্রদত্ত তথ্যগুলো অত্যন্ত সহজ ও নির্ভুল ভাষায় প্যানেলের প্রশ্ন মোতাবেক উত্তর দিতে পারে, তাকেই যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত করা হয়। এখানে প্যানেল সাধারণত প্রার্থীর কমিউনিকেশন লেভেল, রেজুমেই-র সাথে প্রার্থীর কথার মিল ও আস্থার সাথে প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিচ্ছে কিনা পর্যবেক্ষণ করে। অনেকেই নিজের বায়োডাটা অন্যের সহযোগিতায় বানায়, ফলে বায়োডাটার উপর প্রশ্ন করলেও জবাবে প্রার্থী বেশ ইতস্ততঃ করে। সিভিতে সবকিছু সুন্দরভাবে লেখা থাকলেও প্যানেল আপনার মুখ থেকে আপনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শুনতে চায়। আপনি অতীতে কী ধরনের দায়িত্ব পালন করেছেন? ওই কাজ থেকে আপনি কী অর্জন করেছেন? কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে ওই কাজে আপনার অবদানের কথা জিজ্ঞাসা করা হতে পারে। তাছাড়া জিজ্ঞাসা করা হতে পারে ওই কাজে চ্যালেঞ্জিং কি ছিল? আপনি কিভাবে ওই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হয়েছেন? আপনি কিভাবে টিমে কাজ করেন? ওই কাজে আপনার কী কী জিনিস ভাল লেগেছে বা লাগেনি? আপনি কেন চাকরিটি ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মাধ্যমে তারা আপনার কমিউনিকেশন লেভেলও যাচাই করে নেবে।

এছাড়া জিজ্ঞাসা করা হতে পারে এই চাকরির ব্যাপারে (যে চাকরির জন্য আপনি ইন্টারভিউ দিচ্ছেন)। আপনি কেন এ চাকরির জন্য আবেদন করেছেন? এ চাকরিতে আপনি কিভাবে অবদান রাখবেন বলে

মনে করেন? আপনি কাজে প্রায়োরিটি কিভাবে ম্যান্টেন করেন? আপনাকে উদাহরণস্বরূপ প্রশ্ন করা হতে পারে, আপনাকে আজ বিকেলের মধ্যে একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে, ঠিক তখনই আপনার ম্যানেজার জরুরি ভিত্তিতি অন্য একটি কাজ আপনাকে করতে বললেন। আপনি কিভাবে সঠিক সময়ে কাজগুলো শেষ করার ডেডলাইন ম্যান্টেন করবেন? আপনি সাধারণত কিভাবে কাজ করতে পছন্দ করেন, আপনার কোনো নিজস্ব রোটিন অনুসারে, নাকি কোম্পানির নিয়ম অনুসারে? আপনি কি ধরনের ম্যানেজারের অধীনে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন? আপনার স্ট্রেংথ্ ও উইকনেস্ কী কী? ব্যক্তি হিসেবে উদাহরণস্বরূপ আপনার অনেষ্টি, সিনসিয়ারিটি ও পেশেন্সই হতে পারে আপনার স্ট্রেংথ্। প্রফেসনাল্লি ও টেকনিক্যাল্লি আপনার স্ট্রেংথ্ হতে পারে গুড টিম ওয়ার্ক, মিটিং ডেডলাইনস, গুড এ্যাটেনশান টু ডিটেল্স, ডাটা এ্যান্ট্রির অ্যাকিউরেসি, কীবোর্ডের যথার্থ ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলোর সমর্থনে আপনাকে কিছু যুক্তি দেখাতে হতে পারে। একইসাথে আলোচনায় আসতে পারে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। আপনি আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে কোথায় অগ্রসর হতে চান?

অন্যদিকে প্রার্থীর আচার-ব্যবহার, কথা বলার ভংগিমাও যাচাই করা হয়। অনেকেই কথা বলার সময় আই কন্টেক্ট না করে অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলে, যা ইন্টারভিউয়ারের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে প্যানেল মনে করে প্রার্থী হয়ত অন্যমনস্ক। প্যানেলের সামনে হাসিখুশি ও ফুরফুরা মেজাজে থাকতে হবে। চাকরির ব্যাপারে আপনার ইচ্ছা ও আকাংখা তুলে ধরতে হবে। কমসময়ের মধ্যে আপনি এ কাজে কিভাবে কিছু যুগোপযোগী পরিবর্তন আনবেন, যা গ্রহণে অন্যান্য টিম মেম্বারসহ আপনার ম্যানেজারও সাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

সবশেষে প্যানেল রেফারির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পারে। সিভিতে প্রদত্ত বা ইন্টারভিউতে উল্লিখিত রেফারিদের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুমতি নেয়া হয়েছে কিনা বা তাদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে কিনা? অনেক প্রার্থী রেফারির কন্টেক্ট ডিটেল্স দিলেও প্রয়োজনের সময় এগুলো মোটেও কাজে আসেনা। হয়ত রেফারির ফোন নাম্বার বর্তমান নয়। সে হয়ত অন্য জায়গায় চাকরি নিয়েছে। আবার কিছু কিছু রেফারি হঠাৎ করেই কারো কাছ থেকে ফোন কল পেলে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। সেক্ষেত্রে প্রার্থীদ্বয়ের উচিৎ রেফারিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা, বিশেষ করে কোনো চাকরির ইন্টারভিউর পীড়িতে বসার আগে তাদের ফোন নাম্বার ও ইমেল এ্যাড্রেস বর্তমান কিনা নিশ্চিত করা। এছাড়া যে চাকরির জন্য আপনি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন সে চাকরির ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া ও তাদের জানান যে কয়েক দিনের মধ্যে কেউ আপনার রেফারেন্সের জন্য ফোন করতে পারে। এতে রেফারিরা একধরনের মানসিকভাবে প্রস্তূত থাকবে ও সাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। অন্যদিকে আপনিও নিশ্চিত থাকবেন যে তারা আপনার পক্ষে ভাল রেফারেন্সই দিবে। প্যানেল যে প্রার্থীকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করবে, সাধারণত সে প্রার্থীর রেফারেন্স চেকই হয়ে থাকে। রেফারেন্সে যদি এমপ্লয়ার সন্তুষ্ট না হয় তাহলে প্যানেলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেকেন্ড বেস্ট ক্যান্ডিডেটের রেফারেন্স চেক করা হয়। সে জন্য আপনি এমন রেফারি ব্যবহার করবেন না যাদের প্রতি আপনি পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারবেন না। কাজেই সাবধান!

প্রিয় পাঠকদের ইমেলের কিছু জবাবঃ

অনেক পাঠকই আমাকে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করেছেন। সময় স্বল্পতার কারণে সবার ইমেলের উত্তর হয়ত দিতে পারিনি। যারা বাংলা সিডনির নতুন পাঠক তাদেরকে আমি বলব আর্কাইভে গিয়ে চাকরি সমস্যার

উপর অন্যান্য আর্টিক্যলগুলো পড়ুন। তাহলে অনেকেই কিছু প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। আবার অনেকে জব সার্চের ব্যাপারে টিপ চেয়েছেন। আপনি জব সার্চ অনলাইন বা অফলাইন দুভাবেই করতে পারেন। তবে অনলাইনেই জব সার্চ তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সস্তা। নিজ প্রফেসনে চাকরি পেতে আপনাকে বেশ আস্থাশীল হতে হবে এবং প্রচুর সময় বিনিয়োগ করতে হবে। ধৈর্যহারা হলে চলবেনা।

আপনি নিম্নোক্ত জনপ্রিয় জব এ্যাজেন্সিগুলোতে গিয়ে জব সার্চ করতে পারেন। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এদের দ্বারা বেশ কয়েকবার উপকৃত হয়েছি। তবে যেকোনো ওয়েবপেজে এ্যাড্ভান্স সার্চ ফিচারে চাকরি খোঁজা উচিৎ। এতে আপনি আপনার সার্চকে মনের মত করে সাজাতে পারবেন, যা সাধারণ সার্চের তুলনায় বেশ তথ্যবহুল। seek.com.au, mycareer.com.au, careerone.com.au, jobs.nsw.gov.au, apsjobs.gov.au (jobs.nsw এ চাকরি খোঁজতে আপনাকে অবশ্যই permanent resident হতে হবে। অন্যদিকে, apsjob এর ক্ষেত্রে এদেশের নাগরিক হতে হবে)। এখানে প্রবেশ করে প্রথমেই নিবন্ধিত/রেজিষ্টার্ড হয়ে নিন। এ ওয়েবপেজগুলোতে জব মেলেরও সুবিধা আছে। তার মানে হচ্ছে, আপনি যদি চান তাহলে তাদের কাছ থেকে যখনই কোনো জব আপনার প্রোফাইলের সাথে মিলবে আপনার ইমেলে সে জবগুলো পাঠানো হবে। তখন আপনি ওই জবগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

একইসাথে জব সার্চ করতে অষ্ট্রেলিয়ান বিভিন্ন ওয়েবপেজে ঢুকুন। যেমনঃ qantas.com.au, cocacola.com.au, telstra.com.au, optus.com.au, harveynorman.com.au, goodguys.com.au ইত্যাদি। তাছাড়া প্রবেশ করতে পারেন বিভিন্ন ব্যাংক (anz.com.au), ইনস্যুরেন্স কোম্পানি (gio.com.au) ইত্যাদি। তারপর হোমপেজ থেকে Employment/Jobs/Career/Human Resources পেজে যান। সেখানে গিয়ে বিভিন্নভাবে সার্চ করে আপনি আপনার নিজ ফিল্ডে আবেদন করতে পারেন। এভাবে আপনি ইচ্ছা করলে কয়েকশত কোম্পানিতে প্রবেশ করে সার্চ করতে পারেন। অধিকাংশ কোম্পানিই আপনার ডিটেল্স চেয়ে আপনাকে নিবন্ধিত হতে বলবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে লগইন করে ওই কোম্পানির ওয়েবপেজে প্রবেশ করতে হবে এবং আপনি ইচ্ছা করলেই যেকোনো সময় আপনার প্রোফাইল আপডেট করতে পারেন। অনেক কোম্পানির ওয়েবপেজে জব মেলেরও সুবিধা আছে।

অপরদিকে, অফলাইনে চাকরি খোঁজতে ওয়েবপেজে সার্চ করে বিভিন্ন জব এ্যাজেন্সি ও কোম্পানির লিস্ট হাতে নিয়ে সরাসরি ফোন করুন। এভাবে চেস্টা করতে থাকুন, দেখবেন কমপক্ষে কোনো না কোনো এ্যাজেন্সি আপনার কলের সাড়া দিচ্ছে।

Be patient, confident and positive.

arifurk2004@yahoo.com.au